গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
আইন শাখা-২
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

স্মারক নম্বর: ৫৭.০০.০০০০.০৪৭.০৪.০৯৪.১৯.৯৫

তারিখ: ৩ আষাঢ়.১৪২৬
১৭ জুন ২০১৯

বিষয়: **রিট পিটিশন নং-৩৮৮৯/২০১৯ মামলায় সরকার পক্ষের জবাব দাখিলসহ প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থাগ্রহণক্রমে টিএমইডিতে তথ্যপ্রেরণ।**

সূত্র: হাইকোর্ট বিভাগের রুল নিশি জারির আদেশ, তারিখ: ১০.০৪.২০১৯ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকেমহোদয়ের সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জনাব মো: আবদুল জলিল, পিতা: মো: ইসমাইল হোসেন, গ্রাম: সুজাবাদ উত্তর পাড়া, পোস্ট: মাদিয়া, থানা: শাহজাহানপুর, জেলা: বগুড়া কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-৩৮৮৯/২০১৯ মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক উক্ত মামলার রুল নিশি জারির আদেশ প্রেরণ করা হয়েছে।

০২. উক্ত মামলার রুল নিশি জারীর আদেশ, আর্জি এবং তৎসংলগ্নীসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আবেদনকারী জনাব মো: আবদুল জলিল কর্তৃক সুজাবাদ উত্তরপাড়া দাখিল মাদরাসায় সুপারের যোগসাজশে বে-আইনী এবং গোপনে ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা এবং ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু প্রেরিত সে অভিযোগের বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এর প্রেক্ষিতে আবেদনকারীর নাম অন্তর্ভূক্ত করে অভিভাবকসহ শিক্ষার্থীদের নামে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার নির্দেশ কামনায় এবং মাদ্রাসা বোর্ডে প্রেরিত অভিযোগের নিষ্পত্তি দাবী করে মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-৩৮৮৯/২০১৯ মামলাটি দায়ের করা হয়

০৩. উক্ত রিট পিটিশন মামলায় সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় মহোদয়-কে ১নং রেসপনডেন্ট, চেয়ারম্যান,বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড-কে ২ নং রেসপনডেন্টসহ মোট ০৮ (আট) জনকে রেসপনডেন্টস করা হয়েছে।

০৪. উক্ত মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক গত ১১.০৩.২০১৯ খ্রি: তারিখে নিম্নরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছে:

"pending hearing of the Rule, respondent No. 2 is directed to dispose of petitioner's application dated 09.04.2019 (Annexure-G to the supplementary-affidavit of the petitioner dated 09.04.2019), in accordance with law, within a period of 30 (thirty) days from receipt of the copy of this order."

০৫. মামলাটিতে সরকার পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার লক্ষ্যে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, রুল নিশি জারীর প্রেক্ষিতে কোন জবাব (*Affidavit in opposition*) মহামান্য হাইকোর্টে দাখিল হয়েছে কী-না এবং মামলাটির সর্বশেষ অবস্থা কী; মামলাটি বিষয়ে সরকার পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সকল বিষয়ে তথ্য প্রয়োজন

০৬. এমতাবস্থায় উপরিউক্ত মতে রিট পিটিশন নং-৩৮৮৯/২০১৯ মামলায় সরকার পক্ষে জবাব (*Affidavit in opposition*) দাখিলসহ (পূর্বে দাখিল না হয়ে থাকলে) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে চাহিত তথ্য (প্রমাণকসহ) আগামী ৩০.০৭.২০১৯ খ্রি: তারিখের মধ্যে টিএমইডিতে প্রেরণের জন্য মহোদয়কে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১৭-৬-২০১৯
ড. মো: মহাতাব হোসেন
সংযুক্ত কর্মকর্তা (আইন)

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

স্মারক নম্বর: ৫৭.০০.০০০০.০৪৭.০৪.০৯৪.১৯.৯৫/১(৭)

তারিখ: ৩ আষাঢ় ১৪২৬
১৭ জুন ২০১৯

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।

২) মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় উপমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।

৩) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

৪) প্রোগ্রামার, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

৫) যুগ্মসচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৬) উপসচিব (অডিট ও আইন)মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

৭) অফিস কপি, মাস্টার কপি

১৭-৬-২০১৯
ড. মো: মহাতাব হোসেন
সংযুক্ত কর্মকর্তা (আইন)